মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আমার আলো

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১৭ এপ্রিল ২০১৪ ॥ ৪ বৈশাখ ১৪২১ ॥ ১৬ জমাদিউল সানি ১৪৩৫ ॥ ১ম বর্ষ ॥ সংখ্যা-১

হাদিয়া : ১০ টাকা

খাজাবাবা শাহসুফি হযরত জাকির শাহ্'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সূর্য রশ্মিতে রাতের ঘন আঁধার মুছে গিয়ে যেমন বিশ্ব চরাচর আলোকিত করে ফুটে ওঠে স্নিগ্ধ ভোর, ঠিক তেমনি সকল আলোর উৎস সৃষ্টিকুলের মূল নূরে মোহাম্মদী (সাঃ) উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। তাঁর শুভাগমনে দূরীভূত হয় সৃষ্টি জগতের যত কুসংস্কার, অনাচার, অন্যায়, অত্যাচার, অন্ধকার। পাপের সাগরে নিমজ্জিত মানুষকে হেদায়েতের পথে তুলে নেওয়ার জন্য কাল পরিক্রমায় আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে নবী-অলি-আউলিয়াদের জগতে পাঠিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে ভবলীলা সাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এ কথা মহান আল্লাহপাক পবিত্র কোরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন।

খাজাবাবা কুতুববাগীর ১৩ বছরের ছবি

একবিংশ শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে পাপসংকুল পৃথিবীতে সৃষ্টির কুল কায়েনাতের মূল উৎস দো'জাহানের নবী মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সিরাজাম মুনিরার ধারক ও বাহক হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন অসংখ্য ওয়ারেছাতুল আম্বিয়া বা বেলায়েতে মাশায়েখগণ। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিশ্বের পাপী-তাপী গুনাহগার মানুষের আত্মার উন্নতি ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পরশ পাথরের মতো মূল্যবান করে তোলার জন্য এবং নাজাত শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে শুভাগমন করেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ, আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধক, হেদায়েতের হাদী, নকশবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরিকার বর্তমানে একমাত্র খেলাফতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক খাজাবাবা শাহসুফি কুতুববাগী (মা.জি.আ.) ক্বেবলাজান হুজুর নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বন্দর থানার কলাগাছিয়া ইউনিয়নের শুভকরদী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক ও সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জনাব মুন্সী খলিলুর রহমান এবং তাঁর মা জনাবা মোসাম্মৎ হালিমা খাতুন। তাঁরা দুজনই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভিরু আল্লাহপ্রেমী, অতিশয় পরহেজগার মানুষ। খাজাবাবা কুতুববাগী শিশু বয়সেই মাতৃহারা হন। যেদিন ঠিক ফজরের আযানের কিছুক্ষণ আগে ক্বেবলাজানের মায়ের ইন্তেকাল হয়, সেদিন সকালে কলাগাছিয়া ইউনিয়নের ঘাড়মোড়া গ্রামের সোলেমান গরুর *২-এর পাতায় দেখুন*

খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে 'সৈয়দ' উপাধি দান

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, বুধবার নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার ঊর্ধ্বতন অলি-আল্লাহ হযরত ফতেহ্ আলী ওয়াইসী রাসুলে নোমা (রঃ)-এর কন্যা মা জহুরা খাতুন (রঃ)-এর ছেলে হযরত খাজা এহসান আহমেদ ওয়াইসী (রঃ)-এর ছোট ছেলে সৈয়দ আবুল বাশার ওয়াইসী সাহেব তাঁর দাদীপীরের রুহানী নির্দেশে কুতুববাগ দরবার শরীফে শুভাগমন করেন। এই সময় তিনি লিখিত আকারে মা জহুরা খাতুন (রঃ)-এর পক্ষে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে 'সৈয়দ' উপাধি দান করেন এবং কুতুববাগী ক্বেবলাজানের নামের সঙ্গে সৈয়দ লিখতে জোর আদেশ প্রদান করেন।

সৈয়দ আবুল বাশার ওয়াইসী

সূরা ফাতেহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

শাহসুফি হযরত জাকির শাহ্ নক্শবন্দী মোজাদ্দেদী

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির্ রাহীম

অর্থ: পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে।

সূরা ফাতেহা

মক্কায় অবতীর্ণ, রুকু-১, আয়াত-৭

১) আল্হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল্ আলামিন।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টি জগতের পালন কর্তা।

২) আর্ রাহ্মানির্ রাহীম।

অর্থ: যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।

৩) মা লিকি ইয়াও মিদ্দীন।

অর্থ: যিনি কর্মফল দিবসের মালিক।

৪) ইয়্যাকা না'বুদু অইয়্যাকা নাস্তাঈন।

অর্থ: আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

৫) ইহ্দিনাছ ছিরাত'ল মুস্তাক্বীম।

অর্থ: আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।

৬) ছিরাত'ল্লাযীনা আন্-আম্তা আলাইহিম।

অর্থ: সেই সকল মানুষের পথে, যাঁদেরকে আপনি নিয়ামত এবং বাতেনী চক্ষু দান করেছেন।

৭) গাইরিল্ মাগ্দুবি আলাইহিম, ওলাদ-দ্বোয়াল্লীন।

অর্থ: সেই সমস্ত মানুষের পথে নয়, যে সমস্ত মানুষ আপনার গজবে নিপতিত এবং পথভ্রষ্ঠ হয়েছে।

সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা

ইসলাম শুধু শরীয়তে নয়, তরিকতে নয়, হাকিকতে নয়, মারেফতে নয়। শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের সমন্বয়ই পরিপূর্ণ ইসলাম।

রাসুল (সাঃ) বলেন, আস শরীয়তু আকওয়ালী, আত তরিকতু আফওয়ালী, আল হাকীকতু আহওয়ালী, আল মারেফাতু আসরারী। অর্থ: শরীয়ত আমার বাক্য, তরিকত আমার কাজ, হাকিকত আমার অবস্থান, ইলমে মারেফত আমার নিগুঢ় ভেদ ও রহস্য।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে শুধু শরীয়ত করে সে ফাছেক, আর যে শুধু মারেফাত করে সে হলো জিন্দিক বা কাফের। আর তোমরা যদি মুমেন হতে চাও বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাও, তাহলে উভয় ইলেম শরীয়ত ও মারেফাত আমল কর।

আমাদের হানাফি মাজহাবের ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ফিকাহ কিতাবের মধ্যে বলেন, লাউ লা সিন্তানি হালাকা নুমান।' অর্থ: আমি নুমান যদি দুই বছর আমার পীর বাকের (রহঃ)-এর খেদমত বা গোলামী না করতাম তবে ধ্বংস হয়ে যেতাম। তিনি আরো বলেন, ইলমে শরীয়ত বাইরের দিককে পরিশুদ্ধ করে। আর ইলমে মারেফাত ভিতরের দিককে পূত-পবিত্র করে।

মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী (রহঃ) বলেন, খোদ বা খোদ কামেল না শোধ মাওলানা রুম, তা গোলামে শামছে তাবরিজি না শোধ।' অর্থ: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মাওলানা হতে পারিনি, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার পীরে মোর্শেদ মাওলানা শামছুদ তাবরীজির দাসত্ব বা গোলামী বা আনুগত্য না করেছি। তিনি আরো বলেন, দর হাকিকত গাশ্তে দুরাস খোদা, গরশুভি দুরআজ ছোহবতে আউলিয়া।' অর্থ: সত্যিকারে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে দূরে আছে, যে ব্যক্তি অলি-আল্লাহগণের নিকট থেকে দূরে থাকে। তিনি আরো বলেন, গারতুখাহী হাম নাসিনী বা খোদা, গোনশিনি দর হুজুরে আউলিয়া।' অর্থ: তোমরা যদি আল্লাহর দরবারে বসতে চাও, তবে আউলিয়াদের সামনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বসে যাও। যাঁর খেদমত করলে দেল নূরানী হয়, মুর্দা দেল জিন্দা হয় ঐ গুণের লোক যদি মিসকিনও হয়, তবুও জানেমালে খেদমত করে তাঁর কদমে জীবন নেছার বা উৎসর্গ করে দাও। আরো উল্লেখ রয়েছে– গারতু চাহে আচলে হক আয় বেখবর, কামেলুকা খাকে পা ছের বছর।' অর্থ: হে বেখবর! তুমি যদি আল্লাহর সাথে মিশতে চাও, তবে একজন কামেল পীরের পদধুলী হয়ে যাও।

গরিবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহঃ) বলেন, আমি ধ্যান বা মোরাকাবা করলে একটি নূর দেখতে পাই, সেই নূরের আলোতে তামাম কুল-কায়েনাত আলোকিত হয়ে যায়। এর জবাবে বড়পীর (রহঃ) বলেন, হে মঈনুদ্দিন চিশতী উনি হলেন মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ)। তাঁর নূরের কাছে আমাদের সকল তরিকা জিন্দা থাকবে।

সূরা ফাতাহ'র ১০ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, ইন্নাল্লাযীনা ইয়ুবায়িউনাকা ইন্নামা ইউবায়িউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওক্বা আইদীহিম।' অর্থ: হে রাসুল (সাঃ)! যারা আপনার হাত মোবারকে বাইয়্যাত গ্রহণ করল, তারা যেন আমি আল্লাহর হাতে বাইয়্যাত গ্রহণ করল। আমার হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।

আমি খাকছার জাকির বলছি যে, যারা কোনো কামেল মুর্শেদ বা নায়েবে রাসুলের হাতে হাত দিলেন তারা যেন রাসুল (সাঃ)-এর হাতে হাত দিলেন, আর যারা রাসুল (সাঃ)-এর হাতে হাত দিলেন তারা যেন আল্লাহর হাতে হাত দিয়েছেন।

সূরা কাহাফের ১৭ নং আয়াতে আল্লাহপাক আরো বলেন, অমাই ইয়ুদলিল ফালান্ তাজ্বিদা লাহু অলিয়্যাম মুরশিদা।' অর্থ: যারা পথভ্রষ্ট হতভাগা, গোমড়া, পথহারা তাদের ভাগ্যে কখনো পথ প্রদর্শনকারী ও কামেল মুর্শেদ মিলবে না। যে সমস্ত মানুষের ভাগ্য ভালো, তারা কোনো না কোনোভাবে শেষ জামানায় কামেল মুর্শেদ পাবেন।

সূরা তওবাহ্'র ১১৯ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, ইয়া-আইয়্যু হাল্লাযীনা আ-মানুত তাকুল্লাহা অকুনু মা-আছ ছোয়াদিক্বীন।' অর্থ: হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় কর, ছাদিকিন ও কামেল মুর্শেদের সঙ্গী হয়ে যাও।

সূরা লোকমানের ১৫ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, ওয়াত্তাবি সাবীলা মান্ আনাবা ইলাইয়্যা।' অর্থ: আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে, আমাকে চিনেছে, পেয়েছে ও আমাকে চেনার কায়দা জানে তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুস্মরণ (ফলো) কর।

সূরা শূরার ২৩ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, কুল্লা আস্ আলুকুম আলাইহি আজ্রান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল ক্বুরবা।' অর্থ: হে আমার রাসুল (সঃ)! আপনি মানব জাতিকে বলে দিন, *২-এর পাতায় দেখুন*

খাজাবাবার সান্নিধ্য : এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা

নাসির আহমেদ

আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ইহকাল-পরকালের বান্ধব খাজাবাবা হযরত কুতুববাগী ক্বেবলাজানের সঙ্গে পরিচয়, আমার জীবনের এক অসাধারণ ঘটনা। জীবনের কঠিন লগ্নে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। আমি তখন নানামুখী হতাশায় নিমজ্জিত। এক দিকে লিভার সিরোসিসে প্রায় নিরাময়হীন অনিশ্চত চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে হার্ড অ্যাটাকের পরে রিং পরানো হয়েছে। শরীরের শক্তি নিঃশেষ; কিন্তু তখনও হতাশা ঠেলে আমি আশার স্রোতে ভেসে তীরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছি। ঠিক এরকম আশা-নিরাশার জটিল এক মুহূর্তে বাংলাদেশ শুল্ক বিভাগে কর্মরত এস এম শাহজাহান সাহেব আমাকে একদিন খাজাবাবার কথা বললেন। আমি তখন যে বাড়িতে ভাড়া থাকি সেই বাড়ির মালিক আবুল হোসেন সাহেব তার কলিগ। সেই সুবাদে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। একই বাড়িতে প্রায় সতেরো বছর ছিলাম। ফলে আবুল ভাই তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ তার বন্ধুমহলেও ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম আমি। লেখক-সাংবাদিক হিসেবে আমাকে নিয়ে তাদের গর্বও ছিল। ফলে শাহজাহান ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে সময় লাগেনি। তাছাড়া আমার স্ত্রীকে তিনি ছোট বোন বলে ডাকতেন। কারণ ওর বড় ভাই শুল্ক বিভাগে চাকরি করতেন। তার নামও শাহজাহান। এরকম অবস্থায় যখন শাহজাহান ভাই আমার স্ত্রীকে বললেন, ছোট বোন ভাইকে আমি একটু খাজাবাবার কাছে নিয়ে যেতে চাই। তখন আমার স্ত্রী একটু অবাকই হলেন। কারণ তখনও বিছানা থেকে ওঠার মতো শক্তি নেই। অগত্যা পরম বিশ্বাসের ওপর ভর করেই আমি ওই শরীর নিয়ে ফার্মগেটসংলগ্ন খামারবাড়ীর পেছনে খাজাবাবা কুতুববাগীর মনিপুরীপাড়াস্থ খানকা শরীফে একদিন শেষ বিকালে এসে উপস্থিত হলাম। তখনও মাগরিবের আজান হয়নি। আমি বাসা থেকেই অজু করে পাকসাফ হয়ে এসেছিলাম। দয়াল খাজাবাবার হুজরায় আমাকে নিয়ে গেলেন শাহজাহান ভাই। তিনি তাঁর কদমবুছি করলেন। দেখাদেখি আমিও দয়ালের পাক কদম ছুঁয়ে সালাম করলাম। আমার ভেতরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে *২-এর পাতায় দেখুন*

কুতুববাগ দরবার শরীফের মহাপবিত্র ওরছ শরীফ ও বিশ্ব জাকের ইজ্তেমা ২০১৪-এর ছবি। মঞ্চে বসা শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা হযরত জাকির শাহ্ নকশ্বন্দী মোজাদ্দেদী কুতুববাগী (মা:জি:আ:) কেবলাজান হুজুর (মাঝে), বাঁ দিক থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মশিউর রহমান রাঙ্গা, বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, থাইল্যান্ড সরকারের উপদেষ্টা মি. কবিত ও নাইজিরিয়ান নাগরিক মি. অ্যাডাম *আলোকচিত্র : আত্মার আলো*

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

আমার জিকিরের সহিত নামাজ কায়েম কর। –আল কোরআন

আত্মার আলো

সম্পাদকীয় কলাম

মানুষের অন্তর্জগতেই মিলে প্রকৃত আলোর সন্ধান। যার আত্মা আলোকিত সে-ই প্রকৃত আলোকিত মানুষ, শুদ্ধ মানুষ। লোভ-মোহ আর পাপের প্রলোভনে ভরা এই ক্ষণিকের পৃথিবীতে মানুষ তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যখন ভ্রান্ত পথের অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে থাকে, তখনই যুগে যুগে মহান আল্লাহ পাকের প্রেরিত মহাপুরুষদের আগমন ঘটে। তাঁরা পথভ্রষ্ট মানুষকে পথের দিশা চিনিয়ে দেন। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার সাধনায় ব্রতী হওয়ার শিক্ষা দেন। তেমনই এক আধ্যাত্মিক মহান শিক্ষক, যুগের শ্রেষ্ঠতম অলি-আল্লাহ, শতাব্দীর মহান মোজাদ্দেদ, আমাদের দরদী মুর্শিদ খাজাবাবা শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা হযরত জাকির শাহ্ নকশ্বন্দী-মোজাদ্দেদী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) কুতুববাগী ক্বেবলাজান। তিনি লাখ লাখ জাকের-আশেকানকে অন্ধকার থেকে তুলে আলোর পথ দেখিয়ে চলেছেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে অনেকেরই জীবনধারা পাল্টে গেছে। অন্ধকার থেকে আলোর পথ খুঁজে পেয়েছেন। প্রতিনিয়ত মানবিকতার মহান শিক্ষা দিয়ে থাকেন তিনি। আখেরী নবী আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা হযরত আহাম্মদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর যে মানবতার সুমহান শিক্ষা, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে মানবপ্রেমী হওয়ার অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন। সুফিবাদই যে শান্তির পথ– এই শাশ্বত সত্যবাণী প্রচারের লক্ষ্যে আমরা কুতুববাগ দরবার শরীফ থেকে 'আত্মার আলো' নামের এই মাসিক প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছি। আত্মার আলোয় পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে রাসুলপাক (সাঃ)-এর সত্য ইসলামের সুমহান শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার তৌফিক আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিন আমাদের দান করুন। আমিন। আমরা সবাই এই নিয়ামত সংগ্রহ করে জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে চেষ্টা করবো।

আমি কে?

ক্বারী মাওলানা শফিকুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

আমি কে? আপনি কে? কখনো ভেবে দেখেছেন? এই আমিটা কে? এটা কি আপনার হাত, পা, মাথা নাকি হৃদয় অথবা আপনারই একটা কোনো অংশ আপনি। যদি একমুহূর্তের জন্যও শান্ত হয়ে অন্তরের মধ্যে খোঁজ করতে চেষ্টা করেন যে, এ আমিটা কে? তাহলে একবারে অবাক হয়ে যাবেন ভিতরে আমি বলতে কাউকে খুঁজে পাবেন না। খুব গভীরভাবে খুঁজতে গিয়ে দেখবেন শুধু এক নিস্তব্দতা-শূন্যতা।

যেখানে আমি বলতে কেউ নেই। আপনি যদি আমিকে খুঁজে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, আলাদাভাবে আমি কোথাও নেই। কেবল অনন্ত শান্তির জোর মাত্র। আলাদাভাবে আমি নেই। এক এক অংশ আলাদা করে নিলে পড়ে থাকবে এক শূন্যতা। এই শূন্যতা থেকেই প্রেমের জন্ম। এই শূন্যতা আপনি নন। এই শূন্যতাই 'আল্লাহ', ঈশ্বর, মহাসত্তা, পরমেশ্বর। (চলমান)

খাজাবাবা শাহসুফি হযরত জাকির শাহ্'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাখালের কাজ করতো সে ক্বেবলাজানদের গৃহপালিত ১৮টি গরু ধলেশ্বরী নদীর ওপারের চরে ঘাস খাওয়ার জন্য খুঁটা গেড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে আসে। বাদ আসর জানাজার জন্য ক্বেবলাজানের মায়ের লাশ যখন মাঠে আনা হয়, তখন দেখা গেল দড়ি ছিড়ে, নদী সাঁতরে সবগুলো গরু লাশের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। জানাজা শেষে দেখা গেল প্রতিটি গরুর চোখ থেকে পানি ঝরছে। ক্বেবলাজানের মায়ের জানাজা পড়ান জৈনপুরী মাওলানা জনাব আব্দুল খালেক সিদ্দিকী সাহেব। সেদিন তিনি ওই গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তিনি এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে বললেন, এমন ঘটনা কোনো দিন দেখিনি। এই মরহুমা তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর খুব প্রিয় এবং অতিশয় পরহেজগার ছিলেন।'

খাজাবাবা কুতুববাগীর মায়ের ইন্তেকালের পর তাঁর এক নিকটতম চাচী-আম্মা অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে ক্বেবলাজানকে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেন। ক্বেবলাজানের বয়স যখন ৮/৯ বছর, তখন চাঁদপুর জেলার দরবেশগঞ্জের সুযোগ্য আলেম মাওলানা মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব আন্তরিকতার সঙ্গে ভবিষ্যতের এই মহান তাপসকে আরবী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে থাকেন। খাজাবাবা কুতুববাগীর বয়স যখন ১২-১৩ বছর তখন একদিন শুভকরদী গ্রামের দক্ষিণে একদিকে ব্রহ্মপুত্র অন্য দিকে শীতলক্ষ্যা এবং অপর দিকে মেঘনা– এই নদীর ত্রিমোহনার চরে সমবয়সীদের সঙ্গে যান। তখন দুপুর ১২টা। ঐ সময় খাজাবাবা কুতুববাগী একা শীতলক্ষ্যা নদীর দিকে ধীর পায়ে হাঁটতে থাকেন, এমন সময় হঠাৎ দেখেন নদীর পাড়ে একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। ঐ বৃদ্ধ খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন। খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান বৃদ্ধের কাছে গেলে বৃদ্ধ বললেন, বাবা আমাকে এই নদীটি পার করে দাও। খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান তাকিয়ে দেখলেন অদূরেই একটি নৌকা বাঁধা, বৃদ্ধকে সেই নৌকায় পার করে দেওয়ার সময় নৌকা যখন নদীর মাঝ নদীতে, তখন বৃদ্ধ তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, বাবা আমার নাম খিজির (আলাইহিস্ সাল্লাম)। তুমি ধ্যান করলেই আমাকে পাবে। এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন থেকেই খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান আধ্যাত্মিক সাধনার পথে চলে যান। এই সময়ে তিনি ৩ বছর কবর মোরাকাবায় (ধ্যান-মগ্ন) থাকেন এবং কবরে অবস্থান করেন। তারপর থেকে এই মহাসাধক আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অলি-আউলিয়া-পীর-ফকির-দরবেশের সান্নিধ্যে যেতে থাকেন। ১৩ থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত বাংলা ভারতের অসংখ্য মাজার শরীফ জিয়ারত করেন এবং বহু অলি-আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেক অলি-আল্লাহই খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে তাঁদের এত্তেহাদী তাওয়াজ্জুহ শক্তি দান করেন।

এই সময়ে একদিন খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান মহান আল্লাহ্ ও রাসুলের (সাঃ) এশ্‌কে দেওয়ানা হয়ে মজ্জুব অবস্থায় সিলেটে হযরত শাহ সুন্দার (রঃ)-এর মাজার শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশে রওয়ানা হন। তাঁর মাজার শরীফ টিলার উপরে অবস্থিত, সেখানে যাওয়ার পথে একটি ঝর্ণা অতিক্রম করতে হয়; কিন্তু তাতে প্রবল স্রোত থাকার কারণে ঝর্ণাটি পার হওয়া মুশকিল ছিল ওই সময়। তখন খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান কীকরে পার হবেন সেই কথা ভেবে একটু চিন্তায় পড়ে যান। আশপাশে চোখের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে কোথাও কোনো মানুষও দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে হঠাৎ এক বৃদ্ধ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা আপনি কোথায় যাবেন? খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান বললেন, আমি হযরত শাহ্ সুন্দার (রঃ)-এর মাজার শরীফ জিয়ারত করতে যাব। তখন ওই বৃদ্ধ খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে কোলে তুলে নিলেন এবং চোখের পলকে ঝর্ণাটি পার করে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান একটু ভয় পেয়ে দৌড়ে টিলার উপরে মাজারে উঠে গেলেন এবং মাজার শরীফ জিয়ারত করে চলে আসেন।

এর কিছুদিন পর কামেল পীর পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে এক পর্যায়ে ফরিদপুরে চন্দ্রপুরী (রঃ)-এর মাজার শরীফ জিয়ারতের জন্য সেখানে যান এবং মাজার শরীফ জিয়ারত করেন। জিয়ারতের সময় চন্দ্রপুরী (রঃ)-এর রুহানী নির্দেশ পেয়ে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের এক নিকট আত্মীয় জনাব শওকত কাজী ও বন্দর থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি, কলগাছিয়া ইউনিয়নের হাজরাদি চানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মাওলানা নূরুল ইসলাম মাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে, ঢাকার ডেমরা থানার অন্তর্গত মাতুয়াইল নিবাসী জগৎবিখ্যাত আলেম, পীরে কামেল, পীরে বে-মেছাল, পীরে বে-নজির, মুর্শিদে মোকাম্মেল, হাদিয়ে জামান, হেদায়েতের নূর, কুতুবে রাব্বানী, আলেমে হক্কানী, আলেমে রাব্বানী মোফাস্‌সিরে কোরআন, শাহসুফি আলহাজ্ব হযরত মাওলানা কুতুবুদ্দীন আহমদ খান মাতুয়াইলী (রঃ) নক্‌শবন্দী মোজাদ্দেদীর কাছে দরবারে মোজাদ্দেদীয়ায় উপস্থিত হন। কিছুক্ষণ পর শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর দরবার শরীফে আসনগ্রহণ করেন এবং মুরিদানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের পরিচয় জানার পর তাঁর সঙ্গে আসা জনাব শওকত কাজী ও আলহাজ্ব মাওলানা নূরুল ইসলাম মাস্টার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, এই ছেলের মধ্যে বেলায়েতের ছাপ আছে! ছেলেটি মাদারজাত অলি।' তখন সকাল দশটা। এই সময় থেকে রাত দশটা পর্যন্ত শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের সঙ্গে শরিয়ত ও মারেফাতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিগুঢ়ভাবে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। এর ফলে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের মনে এমন এক ভাবের উদয় হল যে, ইনিই বুঝি আমার মনের মানুষ, যাঁর তালাশে এতটা বছর তৃষিত হৃদয় নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরেছি।' কিন্তু মনের কথা আর মনে থাকলো না, কী এক অপার লীলায়! মন থেকে ক্বেবলাজানের পবিত্র জবানে তা বলেও ফেললেন, বাবা আপনিই আমার একমাত্র প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ।'

এরপর খাজাবাবা কুতুবাগী ক্বেবলাজান শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরের কাছে ইলমে মারেফাতের তিনটি তত্ত্ব জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, বাবা আপনি এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর জেনে যাবেন। জেনে যাওয়ার পর এসে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। তখন শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরের অনুমতি পেয়ে সঙ্গীদের নিয়ে খাজাবাবা কুতুবাবাগী ক্বেবলাজান বাড়ি ফিরে আসেন; কিন্তু তাঁর মনের ভিতরে খুঁজতে থাকেন ইলমে মারেফাতের তিনটি প্রশ্নের উত্তর এবং খুঁজতে খুঁজতে কিছুদিনের মধ্যে তা পেয়ে গেলেন! এরপর অত্যন্ত খুশি মনে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান এবং তাঁর বাল্যজীবনের সঙ্গী আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম মাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে মাতুয়াইল দরবারে মোজাদ্দেদীয়ায় উপস্থিত হন। মাস্টার সাহেব ছিলেন খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের দীর্ঘদিনের সাধনার জগতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সঙ্গী। তাঁকে সঙ্গে নিয়েই শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরের কাছে তরিকা গ্রহণ করেন খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরও খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে সাদরে গ্রহণ করেন। তরিকা গ্রহণ করার পর খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান জান-মাল দিয়ে আপন মুর্শিদের খেদমতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরও ক্বেবলাজানকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ইলমে শরীয়ত, তরিকত, হাক্বিকত ও মারেফাতের শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর ক্বেবলাজানকে অত্যন্ত স্নেহ এবং মায়া করতেন। খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানও নিজ মুর্শিদের কদমে খেদমত করে অত্যাধিক আনন্দ লাভ করতেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরের খেদমতে থাকার সময় খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে অনেক দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ-তীতিক্ষাসহ কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তরিকা গ্রহণ করার পাঁচ বছর পর শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর একদিন খাজাবাবা কুতুববাগীকে তাঁর পৈতৃক বাড়ি শুভকরদী গ্রামে খানকা শরীফ প্রতিষ্ঠার হুকুম করেন। খাজাবাবা কুতুববাগী আপন পীরের নির্দেশ মতো খানকা নির্মাণ করলেন এবং প্রাণপ্রিয় মুর্শিদকে দাওয়াত করলেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর খাজাবাবা কুতুবাবাগীর এই দাওয়াত অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করলেন এবং খানকা শরীফ উদ্বোধন করে তিনি তরিকায়ে নকশ্‌বন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া প্রচার করতে আদেশ দিলেন। খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান তখন থেকে নিজ মুর্শিদের নামে মানুষদেরকে ক্বলব বাতলানো (ক্বলবের শিক্ষা) শুরু করেন। একদিন শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে আদেশ করলেন, বাবা এখন তোমাকে সাদী মোবারক করতে হবে। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর চন্দ্রপাড়া পাক দরবার শরীফের খলিফা হাকিম মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেবকে নির্দেশ দিলেন যে, আপনি ১৩ দিনের মধ্যে জাকির শাহ্‌কে বিবাহ করানোর ব্যবস্থা করেন। এই নির্দেশ পেয়ে হাকিম মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেব খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানেরই ভক্ত কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মিঠামইন থানার ঘাঘরা গ্রামের জনাব মোঃ শাহেদ আলী সাহেবের প্রথম কন্যার সঙ্গে শুভবিবাহের প্রস্তাব করেন। জনাব মোঃ শাহেদ আলী সাহেব এই প্রস্তাব পেয়ে অত্যন্ত খুশি মনে তা গ্রহণ করেন। শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুরের অনুমতিক্রমে পরের শুক্রবার বিবাহের দিন ধার্য হয়। মাতুয়াইল পাক দরবার শরীফের জামে মসজিদে বাদজুমা অসংখ্য আশেকান ও জাকেরানের উপস্থিতিতে মহাধুমধাম করে মহান আল্লাহর এই অলি-বন্ধু যুগশ্রেষ্ঠ হাদী খাজাবাবা কতুববাগী ক্বেবলাজানের শুভ বিবাহের কাজ সুসম্পন্ন করেন এবং তাঁকে খেলাফতের গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করেন।

বিবাহের কিছুদিন পর শাহ্ মাতুয়াইলী (রঃ) হুজুর, খাজাবাবা কতুববাগী ক্বেবলাজানকে কলাগাছিয়া ছেড়ে বন্দর এলাকায় দরবার শরীফ স্থাপনের হুকুম করেন। মুর্শিদের আদেশ মতো বন্দর থানার স্বল্পেরচক এলাকায় নিজ মুর্শিদের নামানুসারে দরবারের নামকরণ করেন, কুতুববাগ দরবার শরীফ। আর এখান থেকেই খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান তাঁর নিজের নামে তরিকা প্রচার শুরু করেন। দিনে দিনে তাঁর সুনাম এলাকার গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ক্বেবলাজানের দরবার হয়ে ওঠে ভক্ত আশেক-জাকেরদের বালাখানা! ইতোমধ্যে খাজাবাবা কতুববাগী ক্বেবলাজানের ঘর আলোকিত করে আসেন প্রথম পুত্রসন্তান। তাঁর নাম রাখা হয় খাজা গোলাম রব্বানী; কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা বেশিদিন তাঁকে দুনিয়াতে রাখলেন না। শৈশবেই তিনি ইন্তেকাল করেন। নারায়ণগঞ্জ বন্দর দরবার শরীফে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। সেখানে খাজাবাবা কতুববাগীর জন্মতাদা পিতা মুন্সি খলিলুর রহমানের মাজারও রয়েছে।

প্রথম পুত্রের ইন্তেকালের পর, ঘর আলোকিত করে আসেন এক কন্যাসন্তান সৈয়দা মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন তাসনিম। এরপর দ্বিতীয় পুত্র খাজা গোলাম রহমান তিনিও দুনিয়াতে বেশিদিন বেঁচে রইলেন না, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে শিশু বয়সেই চলে গেলেন পরপারে। বাবাজানের প্রথম খানকা শরীফ কলাগাছিয়াতে তাঁর মাজার অবস্থিত। এভাবেই শুরু হয় খাজাবাবা কুতুববাগী (মাঃ জিঃ আঃ) ক্বেবলাজানের নকশ্‌বন্দীয়া-মোজাদ্দেদীয়া তরিকা প্রচারের বিরামহীন কর্মধারা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সুমননীত এই তাপসের আধ্যাত্মিক গুণের আলোয় মানুষের অন্ধকার ক্বলবকে আলোকিত করে যেমন তা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্র নির্বিশেষে খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের নূরানী স্পর্শ, আর তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য পাওয়ার বুকভরা আশা নিয়ে ছুটে আসছেন কুতুববাগ দরবার শরীফে। ক্বেবলাজানের স্বভাবসুলভ মাধুর্য্য দিয়ে সবাইকে তিনি পরম মমতায় আপন করে নিচ্ছেন প্রত্যহ। এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা! শুধু ব্যবহার দিয়েই যে মানুষের মন জয় করা সম্ভব। এখনো খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে যারা দেখেননি বা তাঁর সান্নিধ্যে আসেননি তাদের কাছে সত্যি আশ্চর্যই মনে হবে। আর যারা ক্বেবলাজানের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে রাসুল (সাঃ)-এর সত্য তরিকায় শামিল হচ্ছেন, তাদের আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা ও নামাজে হুজুরি লাভ করে, নিজ নিজ ক্বলবে আল্লাহপাকের ইস্‌মে জাতের জিকির জারি করছেন। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে ইমানের সঙ্গে কবরে যাওয়ার মহানিয়ামত লাভের জন্য পবিত্র কোরআনের আলোকে সঠিক পথ দেখাচ্ছেন খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান ।

সূরা ফাতেহার অনুবাদ ও ব্যাখা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তোমাদের কাছে রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার বিনিময়ে, তোমাদের কাছে কিছু চাই না। শুধু তোমরা আমার আহলে বাইয়াত, পাক পাঞ্জাতন আমার সাহাবা ও আমার আসহাবে সূফ্‌ফাদের ভালোবাসা। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আহলে বাইয়্যাতের উদাহরণ হযরত নূহ (আঃ)-এর কিস্তির মতো, যারা এই কিস্তিতে উঠেছিল তারা নাজাত পেয়েছিল। (তিরমিযি ও মুসলিম শরীফ)

সূরা: নিসার ১৫০ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন, ওয়া ইয়ুরীদুনা আই ইয়ু ফাররিকু বাই নাল্লাহি ওয়া রুসুলিহি।' অর্থ: তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের মধ্যে পৃথক করিও না।

সূরা : নিসার ৮০ নং আয়াতে আল্লাহপাক আরও বলেন, মাই ইয়ুত্বিইর রাসুলা ফাক্বাদ আত্বোয়া আল্লাহ।' অর্থ: যে রাসুল (সাঃ)-এর আনুগত্য করল, দাসত্ব করল, পায়রবী করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। দাসত্ব ও পায়রবী করল।

টীকা : যে কামেল মোর্শেদের গোলামী বা পায়রবী করল, সে রাসুল (সাঃ)-এর গোলামী বা পায়রবী করল। আর যে রাসুল (সাঃ)-এর গোলামী করল, সে তো আল্লাহরই গোলামী করল।

খাজাবাবার সান্নিধ্য : এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গেল মুহূর্তেই। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, হুজরা শরীফে ঢোকামাত্র আমি খাজাবাবার নূরানী চেহারা মোবারক দেখে চমকে উঠেছিলাম। দেখামাত্র মনে হয়েছে, এমন সৌম্যকান্ত দীপ্তিমান মুখশ্রী কোনো সাধারণ মানুষের হতে পারে না। তাঁর চেহারা মোবারক থেকে যেন সোনালি জোছনার আভার মতো আলো ঠিকরে বের হচ্ছিল। আমি তাঁকে সালাম করতেও ভুলে গেলাম। শাহজাহান ভাই সালাম করার পরে হঠাৎ মনে হলো, আরে আমি তো সালাম করিনি। ভক্তিতে আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ হলো। মনে হলো যেন কোনো মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছি আমি। বাবা আমার পারিবারিক পরিচয় ও পেশাসহ অনেক কিছু খুটে খুটে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এমন মধুর আর এত ছোট করে অনুচ্চস্বরে তিনি কথা বলেন, শুনলে মুগ্ধ হবেন যে কেউ। আমি তাঁর কথা শুনে এবং তাঁর নূরানী চেহারা মোবারক দেখে বিহ্বল হয়ে গেলাম।

শাহজাহান ভাই বাবাকে আমার অসুস্থতার কথা কিছুটা জানালেন। বাবাজান বললেন, বাবা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন। মালিক দয়া করবেন। আপনাকে সমাজের জন্য দরকার আছে। আপনার দ্বারা অনেক মানুষের কল্যাণ হবে। আমি মাবুদ মাওলার আছে আপনার জন্যে দয়া চাইব। আপনি কি বাইয়াত হবেন? আমি মুহূর্তও না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, জ্বি বাবা হবো। বাবাজান তাঁর পবিত্র শাহাদাত আঙুল দিয়ে আমার হৃদপিণ্ড বরাবর ছুঁয়ে বললেন, এইখানে বাবা আদম (আঃ)-এর জেরে কদম। খেয়াল করবেন আল্লাহ আল্লাহ জিকির হবে এখানে। শরিয়তের ছোট-বড় সব নিয়ম পালন করবেন। মারেফাত হাসেল সহজ হয়ে যাবে। মানুষের উপকার করতে চেষ্টা করবেন। নিজেকে তুচ্ছ জানবেন। অজিফা শরিফ হাতে দিয়ে বললেন বাবা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবেন। নামাজ বাদ কিছু জিকির-আসকার, অজিফা-আমল আছে, ঠিকমতো আদায় করবেন। এরই মধ্যে মাগরিবের আজান হলো। সবাই জামাতে নামাজ আদায় করলাম খাজাবাবার সঙ্গে। আমার মনে হলো, আমার আর কোনো শারীরিক দুর্বলতা নেই। অথচ একদিন পর একদিন হাই পাওয়ার ইন্টারফেরন থেরাপি নিয়ে মাথার চুল অর্ধেক পড়ে গেছে। শরীরের চামড়া লুজ হয়ে গেছে। শরীর এমন দুর্বল যে, বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হয় না। অথচ সেই আমাকে বাবা হুকুম দিলেন– বাবা আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনার রক্তে অলির রক্ত আছে। আপনি মাইকে যান। কিছু কথা বলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম শুনে। কারণ আমার মা-বাবা যে তরিকাপন্থী এবং ভোলার পীরসাহেব শাহসুফি কুতুবুল এরশাদ হযরত আলহাজ্ব হাবী-বুর রহমান (রঃ) সাহেবের মুরিদ, সে কথা তো আমি বলিনি। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো তাহলে, এ কথা তিনি কেমন করে জানলেন? সেদিনও বুঝিনি অলিআল্লাহরা যে কত বড় অন্তর্যামী শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন।

সেদিন খাজাবাবা আমাকে হুকুম দিলেন মাইকে কিছু বলার জন্য। যতদূর মনে পড়ে সেদিন সাপ্তাহিক গুরুরাত্রি ছিলো। অনেক ভক্ত-জাকের-আশেকান উপস্থিত ছিলেন। মুর্শিদ ক্বেবলার নির্দেশে আমি বাইয়াত গ্রহণের পরই এমন কিছু কথা মাইকে দাঁড়িয়ে বললাম, যা ভাবলে আজো অবাক হই। কে আমাকে দিয়ে এত কথা বলিয়ে নিলেন? আমি তো গুরুতর অসুস্থ একজন রোগী। গায়ে জ্বর নিয়ে কেমন করে রাত পর্যন্ত ওখানে থাকলাম! বিস্ময়কর হলেও সত্য, খাজাবাবার তাওয়াজ্জুহ পেয়ে আমি যেন নতুন শক্তি লাভ করলাম।

রাতে যখন বাসায় ফিরলাম, আমাকে দেখে বাসার সবাই অবাক! সন্ধ্যার আগে যে আমি বের হয়েছিলাম, ঘরে ফিরলাম অন্য এক আমি হয়ে। নিয়মিত নামাজ পড়া শুরু করলাম ওই রাত থেকেই। এশার পর অজিফা, ফজর বাদ ফাতেহা শরীফ ও খতম শরীফ শুরু হলো এবং চলছে। আমার মহান মুর্শিদের দোয়া আর দয়াল আল্লাহপাক আমার জীবনটাই বদলে দিলেন। লাখো শুকরিয়া আল্লাহর দরবারে। খাজাবাবা কুতুববাগীর সান্নিধ্যে না এলে এ জীবন অন্যরকম হতো– যা কারো কাম্য হতে পারে না।

খাজাবাবা অতি অল্পদিনের মধ্যে আমাকে আপন করে নিলেন। প্রথম যেদিন এসেছিলাম, সেদিনই তাঁর প্রতি আমার যে ভক্তি ও বিশ্বাস মনে দানা বেঁধেছিল, দিনে দিনে তা কেবলই বেড়েছে। আর নতুন নতুন বিস্ময় আমাকে মুগ্ধ করে চলেছে। শৈশবে–কৈশোরে আখেরী নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনচরিত্র পড়ে মনে মনে যে ছবি আঁকা হয়ে গেছে তাঁর, সেই ছবিই যেন বাবার মধ্যে খুঁজে পেলাম। কী যে নম্র, ভদ্র আর শান্ত একজন মানুষ! এই সমাজে এমন অহংকারমুক্ত, নির্লোর্ভ, শান্তি ও সম্প্রীতির পথের সংস্কারবাদী মানুষ হতে পারেন, বাবাকে না দেখলে তা জানা হতো না। মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ খাজাবাবা কুতুববাগীর মধ্যে এত প্রগাঢ়, মানবসেবায় এত কোমল তাঁর প্রাণ, তা চোখে না দেখলে বুঝতে পারবেন না কেউ। আল্লাহর বন্ধু আখেরী নবী কারও মনে আঘাত দেননি কোনও দিন। বাবাজানকেও কারো মনে আঘাত দিতে দেখিনি বা শুনিনি। ছোট শিশুদেরকেও বাবাজান আপনি সম্বোধন করেন।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন, বাবার এখানে এসে কী পেয়েছেন? এক কথায় বলবো– মানুষ হওয়ার শিক্ষা। মানবতার শিক্ষা। দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রীতি এবং সবচেয়ে বড় কথা মানবসেবার যে অতুলনীয় আদর্শ বাবার জীবনে, তা অনুশরণ করতে পারলে একজন মানুষ সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে। এরকম মানুষ সমাজে যত বাড়ে, ততই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বাড়তে পারে। আমার দয়াল মুর্শিদ ক্বেবলা সবসময় ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেন। কারণ তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, সবরকারীর সঙ্গে আল্লাহ থাকেন। খাজাবাবা কুতুববাগীকে যদি কেউ অনুস্বরণ করতে পারেন, তাঁর জীবন বদলে যাবে। খাঁটি মানুষ হয়ে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই।

আমার দয়াল খাজাবাবা আমাদের যুগের রহমত স্বরূপ, তার প্রমাণ অন্য ধর্মের মানুষও বাবাকে দেখে ভক্তিতে আপ্লুত হন। আমার বন্ধু সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ ৭-৮ বছর আগে আমার সঙ্গে খাজাবাবার কাছে এসেছিলেন। বাবাকে দেখে রবীন্দ্র গোপ বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে বললেন, আরে কবি! উনি তো মানুষ নন, উনি দেবতা। সত্যি উনি দেবতা। এরপর বাবার কদমে ভক্তিপূর্ণ সালাম জানিয়েছিলেন রবীন্দ্র গোপ।

আমার মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে বাবার নূরানী চেহারা মোবারক দেখে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপছড়ির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বপন কুমার দত্ত অভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দাদা উনি কে? আমি জবাব দিলাম, আমার মুর্শিদ, আধ্যাত্মিক গুরু। এ কথা শুনে স্বপন দা মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ছবির দিকে। বললেন, দাদা উনি তো সাধারণ কেউ নন। উনি দেবতা। আচ্ছা আমি কি একটু কথা বলতে পারি বাবার সঙ্গে? আমি বললাম, যদি বাবার দয়া হয়। ফোনে সংযোগ করে দিলাম। বাবার কণ্ঠস্বর শুনে তিনি বিহ্বল হয়ে গেলেন। স্বপন কুমার দত্ত খাজাবাবা কুতুববাগীকে দেখার জন্য প্রায় আকুল হয়ে উঠলেন এবং কিছুদিন পর বাংলাদেশে এলেন। বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, সঙ্গ নিলেন। আত্মতৃপ্তির কথা তিনি নিজেই উপস্থিত সবার সামনে প্রকাশ করে গেছেন। সেই থেকে তিনি এবং তাঁর মা-সহ গোটা পরিবার খাজাবাবা কুতুববাগীকে পরম ভক্তি করেন। থাইল্যান্ডের সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী এবং বর্তমান সরকারের উপদেষ্টা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মি. কোবিত সাহেব। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও বাবাকে যে কী গভীর শ্রদ্ধা করেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। শত ব্যস্ততা ফেলে বাবার ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের ইজ্‌তেমায় অংশ নিতে প্রতি বছর ছুটে আসেন। থাইল্যান্ডে খাজাবাবার নামে তৈরি করেছেন খানকা শরীফ এবং প্রতি বছর বাবাজানকে সেখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। তিনি বাবার সম্পর্কে ইংরেজিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারবার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করেন 'হলিবাবা, হলিবাবা' অর্থাৎ পবিত্র। আমার দয়াল মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর সত্যিকারে একজন পবিত্র মানুষ এবং সমাজ সংস্কারক।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ছন্দে ছন্দে

তোমার তালাশে

মো: রেফায়েত উল্লাহ সেলিম

ও মন....
ভাব তরঙ্গে
সপ্ত রঙ্গে,
নাচিল ধমনী সমুদয় অঙ্গে
পাক নামের ধ্বনি ধ্বনিছে
আমারি সঙ্গে।

শুধু শুনতে পাই নামের ধ্বনি
আকুলতায় বিভোর ঐ অপরূপ কেমনী,
তোমার তালাশে নিঃশ্বেষ কত দিবস-যামিনী
মায়া যন্ত্রধ্বনীর মতো ঝলসে উঠে সৌদামিণী।

সুরভিত মধু যপনাম ছড়ায়ে মৃদঙ্গ
মাশুক দরশনে উন্মত্ত বিচরণে মন বিহঙ্গ,
আশুকে ধ্বংসিয়া ধরাশায়ী কালভুজঙ্গ
তনুমন পিয়াসী- নিরবধি তোমারি সঙ্গ।

রবি, চন্দ্রে চন্দ্র গ্রহণ
ফুঁসে ওঠা বিরহের অন্তর্দহন,
বর্ষণ মেঘের কষ্টের গর্জন
ভুতলে উতলা জলের ভয়াল ক্রন্দন,
দূর আকাশে হাহাকার আশার রাখিবন্ধন
এখনো স্বপ্নে বিভোর উষ্ণ আলিঙ্গন।

আরাধনা আমার প্রভূ মিলনের আকাঙ্ক্ষা
দেখা দিয়া এ আহাজারীর কর মীমাংসা।

আলোর খনি

সেহাঙ্গল বিপ্লব

কুতুববাগ দরবারে আছে
মহা শান্তির আস্তানা
এদিক সেদিক ঘুরিস না মন
ওইগুলো ঠিক রাস্তা না।

'সুফিবাদই শান্তির পথ'
কোরআন, হাদিস ঐক্যমত।
বেদের বাক্য দেয় যে সাক্ষ্য
বাইবেল, ইঞ্জিল পুরানা

এদিক সেদিক ঘুরিস না মন
ওইগুলো ঠিক রাস্তা না।

মুর্শিদের সুমহান বাণী
কাঞ্চা সোনা আলোর খনি
এক রেখে দুই চোখের মণি;
খুঁজবি রবের ঠিকানা।

কুতুববাগ দরবারে আছে
মহা শান্তির আস্তানা।
বেদের বাক্য দেয় যে সাক্ষ্য
বাইবেল, ইঞ্জিল পুরানা।

লেখা আহ্বান

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ও জাকের ভাই-বোনদের প্রতি লেখা আহ্বান করা হল। আপনারা যদি এই পত্রিকায় সুফিবাদ, ইলমে তাসাউফ অথবা তরিকত সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত অনুভূতি বা মূল্যবান মতামত প্রকাশ করতে চান, তাহলে হাতে লিখে বা টাইপ করে তা পাঠিয়ে দিন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা–

সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৫৫৬৪১১৮৪১
০১৭২৩৪৮২২৯৪
ফোন : ৮১৫৬৫২৮
ই-মেইল: masikattaralo@gmail.com
www.kutubbaghdarbar.org.bd

আমার হৃদয়ের অনুভূতি

হাজী মোহাম্মদ ফাহিম হোসেন

আলোকচিত্র : আত্মার আলো

বহু দিন আগের ঘটনা, ২০০৩ সাল। আমার এলাকা রাজধানীর বৃহত্তম লালবাগ থানার নবাবগঞ্জ। যখন আমি পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার কারণে মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত। ঠিক তখনি আমার প্রতিবেশী জনাব সেলিম ভাই বললেন, ফার্মগেটের কুতুববাগ দরবার শরীফে একজন জামানার হাদী আছেন তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। যাঁর কাছে গেলে আমার বিশ্বাস তোমার হতাশা দূর হবে। সেখানে প্রতি সপ্তাহে মাহফিল হয়। একদিন সাপ্তাহিক মাহফিল বৃহস্পতিবারে সেলিম ভাই আমাকে যুগশ্রেষ্ঠ হাদীর কাছে নিয়ে আসেন। দরবার শরীফে এসে দেখি বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম-ওলামা ও বেতার টিভিতে বক্তব্য রাখেন এমন আলেমদের বয়ান হচ্ছে। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ও অলি-আল্লাহদের ওপর কোরআন-হাদীসের আলোকে বিভিন্ন আলোচানা করছেন, যা সচরাচর সাধারণ আলেমদের নিকট হতে শুনতে পাইনি। রাত যখন একটু গভীর হল তখন ভিতরের রুম থেকে একজন মহাপুরুষ তাঁর পরনে ধবধবে সাদা সুন্দর ও মার্জিত পোশাক। তিনি এসে মাহফিলে উপস্থিত হলেন। অবাক হলাম তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানালেন এবং লোকজনের মধ্যে আরো নীরবতা ও ধৈর্যশীলতা দেখতে পেলাম। শুরু হল মিলাদ ও কিয়াম। তারপর সবার মধ্যমণি হয়ে বসলেন আসনে। শুধু আমিই নই, সকলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার মনে হলো তাঁর চেহারা মোবারক থেকে নূরের আলোকরশ্মি ছড়াচ্ছে। আরো মনে হলো তিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন, আল্লাহর নূরের পুতুল আমাদের সামনে বসে আছেন। সত্যিই এতো সুন্দর, মার্জিত এবং নমনীয় ভাষায় নছিহতবাণী পেশ করছেন, যা কোনোদিন কোনো আলেম-ওলামা, মুফতি-মাওলানা, ক্বারী-হাফেজদের বলতে শুনিনি। কেবলাজানের সুমধুর বাণী যেন হৃদয় স্পর্শ করে এবং নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছি এক অজানা জগতে। ভাবতে পারিনি কোনোদিন এমন বেহেশতের বাগানের মতো নূরানী মাহফিলে উপস্থিত হবো। রাসুলপাক (সাঃ)-কে তো কখনো দেখিনি, বই-কিতাবে তাঁর জীবনী পড়েছি। আজ বাস্তবে দেখলাম রাসুলপাক (সাঃ)-এর ওয়ারিশ যাকে বলে নায়েবে রাসুল। তাঁর আলোচনায় সমস্ত মাহফিলে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে এক ধরনের হাল তৈরি হয়, যা অন্য কোনো মাহফিলে আমার চোখে পড়েনি। ছোটবেলায় বাবা ও মায়ের কাছ থেকে তাঁদের পীর-মুর্শিদের কথা শুনেছি। তাঁরাও মুর্শিদভক্ত ছিলেন। তখন দেখেছি তাঁদের মুর্শিদের প্রতি প্রবল মহব্বত। আসলে এমন মহাপুরুষ যাঁর শরীর মোবাররক থেকে মেস্ক-আম্বরের সুঘ্রাণ আসতেছিল। চোখ মোবারক, ভ্রু মোবারক এমনকি হাতের নখগুলোও যেন অসাধারণ জ্যোতির্ময়। তাই কবির ভাষায় বলতে মন চায়–

'যাঁকে দেখলে নয়ন জুড়ায়, হৃদয় ভরে শান্তিতে
দিন-দুনিয়া ভুলে, জীবন কাটাই তাঁর গোলামীতে।'

বয়ান শেষে ক্বেবলাজান সারাবিশ্বের মানব জাতির কল্যাণ ও শান্তির জন্য দোয়া করলেন। তারপর দরবার শরীফে আগত নতুন মেহমানদেরকে ক্বেবলাজান তাঁর শাহাদাত আঙুল দিয়ে ক্বলবে ছুঁয়ে বলেন, এখানে আল্লাহর নামের জিকির জারি হবে সবসময়, এখানে খেয়াল রাখবেন। আমি নিজেও ক্বলবের ছবক নিলাম এবং তরিকা (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করলাম। ক্বেবলাজান সকলকে আদবের সাথে তবারক খেয়ে যেতে বললেন এবং যারা থাকবেন তাদেরকে ফজর নামাজ শেষে অজিফা পালন করে যেতে বললেন।

ধন্য এ জীবন, আমার ধন্য এ জীবন
মুর্শিদ ক্বেবলা চাইগো ভিক্ষা তোমার দুই চরণ।
তোমার নূরানী মায়াবী স্পর্শে থেকে এ জীবন যৌবন মন তন যেন তোমার কদমে নেছার করতে পারি– এ আজিজি অধম গোলাম ফাহিমের।

আমার ভাবনা

মোঃ শরিফুল আলম

আমার দরদী পীর আরেফে কামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা খাজাবাবা কুতুববাগীর পবিত্র কদমে চুম্বন রেখে আমি অধম গোনহগার মনের কিছু কথা বলছি। আসলে আমি কোনো লেখক, কবি বা সাহিত্যিক নই। আমার এই লেখার মধ্যে কোনো ভুল বেয়াদবি থাকলে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন– সবার কাছে এই কামনা ।

সেই ছোটবেলার কথা– নামাজ পড়তাম, রোজা রাখতাম, বাড়ি থেকে স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতাম; কিন্তু তখনও জানতাম না আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা এবাদতে হুজুরী বা নামাজে হুজুরী কী? তৃষিত মন নিয়ে অন্ধের মতো নামাজ পড়তাম, জিকির করতাম। এভাবে দিনে দিনে বড় হলাম আর মনের ভিতর আল্লাহ-রাসুল (সাঃ)-কে চেনা ও জানার প্রবল আগ্রহ দানাবঁধতে থাকে। নামাজের ভিতর কল্পনায় বিভিন্ন ধরনের ছবি ভেসে উঠতো, সঠিকভাবে নামাজ আদায় করতে পারতাম না। আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতাম কোনো স্বাদ পেতাম না।

২০১১ সাল আমার জীবনের এক পরম সৌভাগ্যের বছর। একদিন আমার অফিসে আনোয়ার ভাইজান আসেন একজন মহাপুরুষের নূরানী জ্যোতির্ময় চেহারা মোবারক দর্শনের দাওয়াত নিয়ে। ব্যবসায়িক অনেক ঝামেলা থাকার কারণে আসব আসব বলেও সময় করে আসা হচ্ছিল না। আসতে একটু দেরি হলেও একদিন আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে কুতুববাগ দরবার শরীফ ৩৪, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেটে আসি। সেই সময়টি ছিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০.৩০ মি: । দরবার শরীফের তিন তলায় দেখা মিলল জ্যোতির্ময় সুদর্শন এক মহাপুরুষের। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক ও রাসুল (সাঃ)-এর কথা স্মরণে এলো আমার। না জানি রাসুল (সাঃ) আরও কত সুন্দর! চোখ জুড়িয়ে গেল। প্রাণ ভরে গেল এক অনাবিল শান্তিতে। মনে মনে ভাবলাম এইতো সেই মহাপুরুষ যিনি প্রকৃত নায়েবে রাসুল। তখন মাইকেল মধুসূধন দত্তের লেখা কবিতার লাইন মনে পড়লো– 'বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে, পিপাসার এ তৃষ্ণা মিটে কার জলে।' আত্মতৃপ্ত হয়ে বাসায় ফিরে এলাম। পরদিন সকালে আমার স্ত্রী আমাকে বললো, গত রাতে কুতুববাগ দরবার শরীফের তবারক খেয়ে আসার পর আমার সেই কঠিন রোগের কোনো লক্ষণই আর শরীরে নেই। আলহামদুলিল্লাহ অদ্যবধি আমার স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে সুস্থ আছেন।

বর্তমান জামানার নকশ্ববন্দীয়া-মোজাদ্দেদীয়া তরিকার একমাত্র খেলাফতপ্রাপ্ত পীর আমার দরদী মুর্শিদের দরবারে আসা-যাওয়া শুরু করলাম। প্রতি বৃহস্পতিবার গুরু রাত্রিতে বাবাজানের কাছে শরীয়ত, তরীকত, হাকিকত ও মারেফাতের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতে শুনতে আমার অপবিত্র আত্মায় পবিত্রতার ছোঁয়া অনুভব করলাম। মরা দিলে আল্লাহ নামের জিকির শুরু হলো এবং নামাজেও হুজুরী পয়দা হলো। আর ইবাদতের পর জাগতিক স্বাদ পেতে লাগলাম। হে দরদী মুর্শিদ আপনার পদতলে এসে জন্ম আমার স্বার্থক হলো। জীবন আমার ধন্য হলো। পরিতৃপ্ত আমার হৃদয়। আজ আমি প্রতি নিঃশ্বাসে অনুভব করি আমার ইবাদত-বন্দেগীর অতুলনীয় স্বাদ। শারীরিক-মানসিক পরিশুদ্ধতা ও সুস্থতা– এ সবই আল্লাহপাক দান করেছেন, আমার দরদী মুর্শির্দ কুতুববাগীর উসিলায়।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে বলি– যা না বললে নিজেকে বড়ই অকৃতজ্ঞ বলে মনে হবে। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখ রবিবার। আমার জন্মস্থান জমালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ থানার এক অতি সৌভাগ্যের দিন। কারণ আমি গোনাহগারের দাওয়াতে ঐ দিন আমার প্রাণপ্রিয় আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ হাদী, জামানার মোজাদ্দেদ, গাউসুল আজম শাহসুফি খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের শুভ আগমন ঘটে। সাবেক তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ ও সাবেক সংসদ সদস্য জনাব রশিদুজ্জামান মিল্লাতসহ সর্বস্তরের জনগণ আমার দরদী মুর্শিদ কেবলাজান হুজুরকে দেওয়ানগঞ্জের মাটিতে অত্যন্ত আদব ও মহব্বতের সঙ্গে সুস্বাগত জানান। সুস্বাগত, সুস্বাগত হে আল্লাহর বন্ধু, সুস্বাগত সুস্বাগত হে নায়েবে রাসুল, হে দরদী মুর্শিদ সুস্বাগত আপনাকে দেওয়ানগঞ্জের মাটিতে সুস্বাগতম।

যমুনা নদীর ভাঙনে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন দেওয়ানগঞ্জ রেল স্টেশন, জিল বাংলা সুগার মিল, উপজেলা পরিষদসহ হাজার হাজার ঘরবাড়ি ও আবাদি জমি। ৯ সেপ্টেম্বর রবিবার বাদ মাগরিব কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের শুভ আগমন উপলক্ষে এ কে এম কলেজ মাঠে এক বিশাল ইসলামী মহাসম্মেলন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাহফিলে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের পক্ষ থেকে স্থানীয় মেয়র, আলেম-ওলামা ও মরুব্বিগণ কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের কাছে যমুনা নদীর ভাঙন বন্ধের জন্য দোয়া চাইলেন– আল্লাহ পাকের খাস বন্ধু আমাদের দরদী পীর খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান দোয়া করেন। আলহামদুল্লিলাহ, সেই দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে নদীভাঙন বন্ধ। নদীতে চর জেগে উঠেছে, যা এতদিন শত চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি, শুধু আল্লাহর এক অলির দোয়ার বরকতে তা সম্ভব হয়েছে। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুরের নিকট আমার দেওয়ানগঞ্জবাসী তথা জামালপুরবাসী চিরকৃতজ্ঞ, চিরঋণী।

হে আল্লাহর অলি! আপনি তো কোনো বিনিময় চান না। আর বিনিময় দেওয়ার মতো সাধ্য আমাদের নেই। আমরা যেন কুতুববাগ দরবার শরীফে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ তরিকা নকশ্বন্দিয়া-মোজাদ্দেদীয়া তরিকার সুশিতল ছায়াতলে দলে দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি অর্জন করতে পারি। হে আল্লাহ তোমার অলি-বন্ধু আমাদের দরদী পীর খাজাবাবা কুতুববাগীর উসিলায় আমাদের কবুল করে নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ দাও। আমিন।

উত্তম চরিত্রের অধিকারী খাজাবাবা কুতুববাগী

নুরুল আমিন বাবু

অলি-আল্লাহ, পীর-মাশায়েখদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসা আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল। অলি-আল্লাহ, পীর-মাশায়েখদের আধ্যাত্মিকতা এবং কেরামতী সম্পর্কেও আমার যথেষ্ট ধারণা ছিল। মাঝে মধ্যে আমার খুব ইচ্ছে জাগত আমি যদি কোনো কামেল, মোজাম্মেল পীর বা মুর্শিদ পেতাম, তাহলে বাইয়াত গ্রহণ করতাম। এরই মধ্যে আমার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হঠাৎ কোনো এক রাত্রিতে বাবজানের সান্নিধ্য লাভ করি। আমি যখন হুজুরা শরীফে গেলাম বাবাজান আমার ক্বালব দেখলেন। আমি বাবাজানকে দেখে অভিভূত হয়ে যাই। আমি বাবাজানকে যখন দেখলাম তখন মনে হল আমি আমার রাসুলের (সাঃ) প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম।

তখন থেকে আমি নিয়মিত দরবার শরীফে আসা-যাওয়া শুরু করলাম। বাবাজানের মহামূল্যবান নছিহতবাণী শুনতে শুরু করলাম এবং বাবাজানকে অনুস্মরণ করতে লাগলাম। আমি বাবাজানের মধ্যে পেয়েছি নম্র, ভদ্র আচরণ, ধৈর্য, আদব, বিনয়ী, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ। আমি বাবাজানের মধ্যে পেয়েছি রাসুলের চরিত্র বা আখলাক। বাবাজানের মধ্যে আমি আমার রাসুলকে খুঁজে পাই। আমি বাবাজানের সংস্পর্শে এসে আমার ব্যক্তিগত জীবনে এসেছে এক আমূল পরিবর্তন। প্রথমত আমাকে নামাজের প্রতি মনোনিবেশ করতে রেখেছে বিশাল ভূমিকা। আমিত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল আচরণ। পরচর্চা ও পরনিন্দা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে এবং মানবসেবায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে রেখেছে বিশাল ভূমিকা। বাবাজানের কেরামতি আমি ব্যক্তিগত কারণে এবং নানান সমস্যার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি প্রায় সপ্তাহ তিনেক হবে বাবাজানের সঙ্গে দেখা করতে পারছিলাম না। সপ্তাহ তিনেক পর যখন এক বৃহস্পতিবার গুরু রাত্রিতে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল বাবাজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য; কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি বাবাজানের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। আমি মন খারাপ নিয়ে রাত্রিতে ঘুমাতে গেলাম। ঘুমের মধ্যে বাবাজানের সঙ্গে আমার দেখা হলো। বাবাজান মুচকি হাসলেন, হাত বাড়িয়ে দিলেন হাত রেখে চুম্বন করলাম। ঠিক যেমনিভাবে বাবাজানের সঙ্গে হুজরা শরীফে সাক্ষাৎ দিয়ে থাকি। আনন্দচিত্তে আমি ঘুম থেকে উঠলাম। এর থেকে বোঝা যায় ভক্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা একজন হক্কানী মুর্শিদ কতভাবেই না পূরণ করে থাকেন।

স্বপ্নের সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ

শেষ পৃষ্ঠার পর

কাছে। আব্বার ইচ্ছে ছিল যেহেতু প্রিটেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করেছি সে জন্য পীর বাবার কাছে দোয়া চাইবেন, যেন আমি ভালোমতো লেখাপড়া করতে পারি। আব্বার পিছনে পিছনে গেলাম পীর বাবার দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে। যখনই আমি পীর বাবাকে দেখলাম হতবাক হয়ে পীর বাবার দিকে তাকিয়ে রইলাম– এই তো সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ, যাঁকে গতকাল রাতে স্বপ্নে দেখেছি আমি। যিনি আমাকে পাহাড়ের উঁচু জায়গায় রেখে হাসতে হাসতে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। এখনও তাঁর মুখে সেই মিষ্টি হাসি দেখতে পাচ্ছি। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বাবা মনটা খারাপ? লেখাপড়া ভালো লাগে না? ভালোমতো লেখাপড়া করতে হবে। ভয় নাই, যান আমি আপনার সঙ্গে আছি। এখনই আপনি দোকান থেকে এক টাকা পঁচিশ পয়সার তালমিছরি কিনে নিয়ে আসেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে দোকান থেকে তালমিছরি কিনে এনে বাবাজানের হাতে দিই । বাবাজান হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাবা আপনি যখন পরীক্ষা দিতে যাবেন তখন একটু মিছরি আপনার মুখে রাখবেন এবং আমাকে স্মরণ করবেন, মালিক আপনাকে সাহায্য করবেন।

পূর্বের নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী এস.এস.সি পরীক্ষা শুরু হলো। বাবাজানের নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু মিছরি আমি মুখে রাখতাম। যখনই আমি মুখে মিছরি রাখতাম ঠিক তখনই দেখতাম বাবাজান আমার সামনে বসে আছেন। বাবাজানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রশ্নপত্রের উত্তরগুলো আমি লিখতাম। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আমার পরীক্ষা চলাকালীন অবস্থায় প্রতিদিন পরীক্ষার হলে বাবাজানকে আমি উপস্থিত পেতাম; কিন্তু যেদিন থেকে পরীক্ষা শেষ সেদিন থেকে আর আগের মতো পাই না। যথা সময়ে পরীক্ষার ফল বের হলো। ফল পেয়ে আমি খুবই অবাক। যেই আমি প্রিটেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করেছি, যাকে স্কুল থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। সেই আমি দুটি বিষয়ের ওপর লেটারসহ ৭৪৭ মার্কস পেয়ে প্রথম বিভাগে পাস করেছি। তখনই আমার মনে হলো আমার এই সফলতা তো আমার চেষ্টায় হয়নি। বরং এটা সম্ভব হয়েছে শুধুই বাবাজানের দয়ায়। কারণ বাবাজান আমাকে আগেই বলেছিলেন– যান আপনার কোনো ভয় নেই, আমি আছি আপনার সঙ্গে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস এসে পড়ল জামানার মহান হাদী শাহসুফি দয়াল বাবাজানের ওপরে। একজন কামেল মোকাম্মেল অলি-আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে অসম্ভব কে সম্ভব করতে পারেন, তার জলন্ত প্রমাণ আমার এই এস.এস.সি পরীক্ষার ফল। ১৯৯২ সালের ২৪ এপ্রিল রোজ শুক্রবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে ব্যাংক কর্মকর্তা নুরুল হক সাহেবের বাসায় এই মহাসাধক বাবাজান ক্বেবলা ও কাবার কদমে মরাধম পর্যন্ত গোলামী করার বাসনা করে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাবাজানের কদমে গোলামীতে আছি এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন বাবাজানের হুকুম মেনে পূর্ণ ইমান নিয়ে গোলামী করে মরতে পারি। বাবাজানের কদমে সেই দয়া ভিক্ষা চাই। যাঁর পবিত্র নূরানী চেহারা মোবারকের দিকে তাকালে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনে থাকে না। দুনিয়ার সবকিছুই নিজের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়। সেই মহান সাধক শাহসুফি খাজাবাবা কুতুববাগীর রাঙা চরণে আমি মিছকিনকে যেন দয়া-মায়া করে গোলাম হিসেবে কবুল করেন– এটাই কাঙালের আর্জি। আমিন।

আমার অনুভূতির দুটি কথা

শেষ পৃষ্ঠার পর

আলোকিত করার জন্য এবং প্রতিটি মানুষকে শুদ্ধ মানুষ হওয়ার জন্য সারা পৃথিবীতে 'সুফিবাদই শান্তির পথ'– এই বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই চেষ্টা করতে হবে। তবেই আমাদের চেষ্টার সফলতা আসবে। আল্লাহ আমাদের সফলতা অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমাদের সকলকেই সুস্থ রাখুন। আমাদের সকলকেই সঠিক ইমানদার করুন। সৎভাবে জীবন-যাপন করার তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ! খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানকে দীর্ঘজীবী করুন। আমাদের সকলের মনের আশা পূরণ করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

মানুষের কোনো মৃত্যু নেই!

শেষ পৃষ্ঠার পর

মৃত্যুকথা, পরলোকের কথা, পাপ-পুণ্যের কথা, হাসরের কথা, মিজানের কথা, পুলসিরাতের কথা ভুলে বসে আছি। আমরা আসলে চিন্তাই করছি না আল্লাহ আমাদেরকে কেনো এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য কী? পৃথিবীতে বসে আমাদের কী করা উচিত। কোন কর্ম নিয়ে আমরা আল্লাহর দরবারে হাজির হব? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পেতে, তথা পৃথিবীর বুকে কোন কোন কর্ম সম্পাদন করে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে তা কেবল একজন কামেল মুর্শিদ বা ওস্তাদ, আল্লাহর মেহেরবানীতে জানতে পারেন এবং সেই শিক্ষাই তাঁর ভক্ত, মুরিদ, আশেক, জাকেরদেরকে দিয়ে থাকেন। যেমন আমার দরদী মুর্শিদ আমাদের মানবসেবার শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি প্রচার করছেন মানবসেবাই পরম ধর্ম। আমরা যদি বাবাজানের এই অমীয় বাণীকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, যদি সঠিকভাবে মানুষের সেবা করতে পারি তাহলে আল্লাহর দরবারে আমরা বলতে পারব– ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমার সৃষ্টি মানুষকে সেবা করেছি, যেই মানুষের ভিতর তুমি আছ। মুর্শিদের হুকুম আমরা আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি। তুমি আমাদের ক্ষমা কর। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ওঠা-বসা করতে চায়, সে যেন তাসাউফ পন্থীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে
–আল হাদিস

আত্মার আলো

স্বপ্নের সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ

মোঃ মোতালেব

প্রভাতে ঘন কুয়াশায় সূর্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে আর তা দেখে যদি কেউ মন্তব্য করে– আজ বুঝি সারাদিনে সূর্যের আলো দেখা যাবে না। তবে তার এই মন্তব্য যেমন যথাযথ নাও হতে পারে। ঠিক তেমনি একজন সাধারণ মানুষকে দেখে বলা যাবে না এর দ্বারা জীবনে কিছুই হবে না। একজন সাধারণ মানুষও জামানার কামেল মোকাম্মেল অলি-আল্লাহর সংস্পর্শে এসে গোলামী করে তার গোটা জীবনকে পাল্টে ফেলতে পারেন। কত রাজা-বাদশাহ, আমির-ওমরাহ, জ্ঞানী-গুণী, ধনী-মানী ও আলেম-ওলামা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই ধন্য হয়েছে কোনো না কোনো কামেল-মোকাম্মেল অলি-আল্লাহর কদমে গোলামী করে। বলকের বাদশাহ্ ইব্রাহীম বিন আদহাম, দিল্লীর আমির খসরু আর জগত বিখ্যাত আলেম মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ)-এর মতো সকলেই একই সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন– আমাদের জীবন ধন্য হয়েছে শুধু আপন আপন মুর্শিদের কদমে গোলামী করে। তাঁদের মতো আমারও বলতে ইচ্ছে করছে– আমি নগণ্য গোলামের মানব কূলে জন্ম নেয়া সার্থক হয়েছে শুধু জামানার মহান হাদী শাহসুফি খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের পবিত্র কদমে গোলামী করার সুযোগ পেয়ে।

কালের বির্বতনের সাথে সাথে আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য মহামানব পাঠিয়েছেন মানুষকে হেদায়েতের জন। তাঁরা সকলেই বিপথগামী মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন, দিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঠিক পথের সন্ধান। ঠিক তেমনি, এই মহামছিবতের সময় আর্বিভাব হয়েছে আমাদের মহান মুর্শিদ, জামানার শ্রেষ্ঠ হাদী শাহসুফি দয়াল খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের। যাঁর সংস্পর্শে এসে গোলামী করে পাল্টে গেছে আমার মতো লাখ লাখ মানুষের জীবন। এখন রাত প্রায় দেড়টা বাজে এপাশ ওপাশ করছি কোনো অবস্থাতেই ঘুম আসছে না। বারবার শুধু মনে পড়ছে আমার প্রাণপ্রিয় দরদী মুর্শিদের কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠছে বাবাজানের সুন্দর জ্যোতির্ময় নূরানী চেহারা মোবারকখানি। মনে পড়ছে জীবনের প্রথম দিকের কথা, মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো আমি কেমন করে বাবাজানের কদমে এলাম এই বিষয়ে কিছু লিখি। এই মুহূর্তে তা আবার মনে হতেই উঠে বসে পড়লাম লিখতে। পরক্ষণেই মনে হলো, আমি গোলাম আমার জবান আর জীবন সম্পূর্ণই বাবাজানের কদমে। আমি কী লিখব? কেমন করে লিখব বাবাজানের গুণগান? আমার আদব, মোহাব্বত, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি কিছুই নেই। তারপরও বাবাজানকে স্মরণ করে লিখতে বসে পড়লাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি যখন এস.এস.সি পরীক্ষার্থী ঠিক ঐ বছর প্রিটেস্ট এবং টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করি। স্কুল থেকে প্রধান শিক্ষক শ্রী অজীত কুমার শাহা আমাকে বের করে দিতে চেয়েছেন। সে বছর এস.এস.সি পরীক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমার বড় ভাইকে নিয়ে স্যারকে অনেক অনুরোধ করি; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই রাজি করাতেই পারছিলাম না। অবশেষে কি জানি কী মনে করে আমাকে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিলেন এবং বললেন, দেখিস স্কুলের সম্মানটুকু যেন নষ্ট না হয়। পরীক্ষার অনুমতি পেয়ে বাসায় এলাম। অনুমতি পেয়েও মনটা খারাপ। কারণ সারাবছর লেখাপড়া করে প্রিটেস্ট এবং টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করেছি। আর এখন হাতে সময় আছে মাত্র দুই মাস, কেমন করে কী করব কোনো কিছুই ঠিক মতো ভেবে পাচ্ছি না। আমার দ্বারা কী হবে? কেমন করে কাটবে আমার জীবন! লেখাপড়া ভাল লাগে না, ভবিষ্যতে কী করব আমি। কষ্টে বুকটা ফেটে যাচ্ছে। দুচোখ দিয়ে পানি ঝরছে, মনে হয় এই পৃথিবীতে আমার মতো এত অসহায় আর কেউ নেই। নানান কিছু ভাবতে ভাবতে

মহাপবিত্র ওরছ শরীফ ও বিশ্ব জাকের ইজ্‌তেমায় বয়ান করছেন শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা হযরত জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দী মোজাদ্দেদী কুতুববাগী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) ক্বেবলাজান। পাশে আলহাজ্ব মোঃ জয়নাল আবেদীন

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। অচেতন ঘুমের মধ্যে দেখি কী অপূর্ব এক সুদর্শন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ আমার রুমের মধ্যে এসেছেন। যাঁর পবিত্র চেহারা মোবারকের দিকে তাকানো যাচ্ছে না নূরের জ্যোতির কারণে। যে নূরের জ্যোতি বের হচ্ছে তাতে মনে হয়, গোটা অন্ধকার পৃথিবীটা আলোকিত হয়ে যাচ্ছে। হাতছানি দিয়ে আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য ডাকছেন। আমি যখনই তাঁকে ধরার জন্য কাছে গেলাম ঠিক তখনই তিনি সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটতে শুরু করলাম। জ্যোতির্ময় সেই মহাপুরুষ এত দ্রুত হাঁটছিলেন যে, কোনো অবস্থাতেই তাঁকে ধরতে পারছিলাম না। খোলা আকাশের নিচে বিশাল খালি জায়গার সবুজ রঙের ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছেন, আমিও তাঁর পিছনে পিছনে। হঠাৎ দেখি বিরাট উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য ডাকছেন; কিন্তু আমি সেখানে কী করে যাব, চারদিকে ছোট-বড় অনেক গর্ত, তাছাড়া কালো রঙের অনেক বড় বড় কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরগুলো কোনো অবস্থাতেই আমাকে সেখানে যেতে দিতে যাচ্ছে না। সকল বাধা উপেক্ষা করে আমাকে সেখানে পৌঁছাতে হবে। কারণ জ্যোতির্ময় সেই মহাপুরুষ সেখানে অবস্থান করছেন। অনেক কষ্ট করে আমি পাহাড়ের উঁচু জায়গায় পৌঁছালাম। আশ্চার্য, যখনই আমি সেখানে পৌঁছালাম ঠিক তখনই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে অন্য দিকে চলে গেলেন। আমি নীরবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে মনে ভাবলাম, কে এই মহাপুরুষ? কেন আমাকে ঘর থেকে বের করে আনলেন? কেনই বা আমাকে পাহাড়ের উপরে রেখে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন? পরের দিন আমাদের মহল্লার আব্দুর রশিদ সাহেবের বাসায় তাঁর পীর সাহেবের শুভ আগমন উপলক্ষে ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন। অনেক লোকজন সেখানে উপস্থিত আবার অনেকে পীর বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চলে যাচ্ছিলেন। মনে মনে ভাবছিলাম আমিও গিয়ে পীর বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি; কিন্তু লজ্জা পাচ্ছিলাম কেমন করে সেখানে যাই। আমার আব্বা মরহুম সাহাবুদ্দিন প্রধান সাহেব আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন পীর বাবার *৩-এর পাতায় দেখুন*

শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা হযরত জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দী মোজাদ্দেদী কুতুববাগী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) ক্বেবলাজান দৈনিক পত্রিকা পড়ছেন

আলোকচিত্র : আত্মার আলো

আমার অনুভূতির দুটি কথা

লায়ন ড. কাজী ফিরোজা ইসলাম বিউটি

আমার অনুভূতি সম্পর্কে বলতে গেলে এক কথায় বলা অনেক কঠিন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বললে শেষ হবে না। তারপরও প্রথম অনুভূতি দিয়েই শুরু করছি। তিনদিনের মাথায় শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা হযরত জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দী মোজাদ্দেদী কুতুববাগী (মাঃজিঃআঃ) আমাকে যখন কিছু বলতে বললেন, তখন আমি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলাম। আমি কী বলবো। আল্লাহর হুকুমে খাজাবাবার দয়ায় আমি বলতে শুরু করলাম। আমি তো মাত্র New Born Baby কী বলবো? তবুও সাহস নিয়ে ৩ দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্ণনা করলাম। আমার বক্তব্য শুনে সবাই সন্তুষ্ট ও ধন্য করলো। খাজাবাবার দরবারে আমার ৩ দিনের মাথায়ই আমি হাঁটতে শুরু করি। এর আগে হাঁটতে পারতাম না। কারণ আমি ব্রেইন স্ট্রোক করায় বাম সাইড প্যারালাইসেস। তা হলে আমি খাজাবাবার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এখন তিন মাসের অনুভূতির কথা কিছু বলছি। কারণ আগে আমি এ ব্যাপারে তেমন কিছুই জানতাম না বা এখনও তেমন কিছু জানি না। তবে এখন যে অনুভূতি হচ্ছে তা হলো– শিক্ষা ছাড়া, আমল ছাড়া কোনো উপায় নেই। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'এ বিশ্বের যা কিছু সুন্দর মহান কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' তা ছাড়া রাসুলপাক (সাঃ) এরশাদ করেন– 'প্রত্যেক নর-নারীর জন্য বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করা বা অর্জন করা ফরজ।' হাদীস শরীফে যে বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, তা হলো খোদাপ্রাপ্তির বিদ্যা। পুরুষ বা মহিলা সকলের জন্যই শিক্ষা গ্রহণ করা ফরজ। এই বিদ্যায় যাঁরা পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন, তাঁরাই হলেন কামেল অলি-আল্লাহ বা পীর-মাশায়েক। তাই এই বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করার জন্য মহিলাদেরও যে কোনো একজন কামেল পীরের সান্নিধ্যে যেতে হবে। ইলেম দুই প্রকার যথা– ১) জাহেরী ইলেম ও ২) বাতেনী ইলেম। জাহেরী ইলেম শিক্ষার পর আবার বাতেনী ইলেম শিক্ষা করতে হয়। তা না হলে পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না।

মহিলাদের মধ্যে জগৎ বিখ্যাত তাপসী ছিলেন হযরত রাবেয়া বসরী (রাঃ)। তিনিও ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ কামেল অলি-আল্লাহ হযরত হাসান বসরী (রাঃ)-এর কাছে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। তথা বাইয়াত গ্রহণ করে মুরিদ হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তায়ালা সুরা মায়েদার ৩৫ নং আয়াতে বলেন, তার অর্থ– 'হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর এবং তাঁকে পাওয়ার জন্য মধ্যস্থতাকারী বা উসিলা তালাশ কর।' তাই বলবো– আমিও একজন মহিলা হয়ে আল্লাহর হুকুমে আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মোজাদ্দেদে জামান খাজাবাবা শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা হযরত জাকির শাহ্ নকশ্‌বন্দী মোজাদ্দেদী কুতুববাগী (মাঃজিঃআঃ) ক্বেবলাজানের নিকট তরিকা গ্রহণ করেছি। এই তরিকা গ্রহণের পর থেকে আমি অনেক শান্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে কিছুটা পারছি বলে আমার মনে হচ্ছে। এটা আমার বিশেষ অনুভূতি বলে মনে করি। তাছাড়া খাজাবাবার নছীহতবাণী পড়ে অনেক কিছুই শিখেছি। সত্যিকার অর্থেই 'সুফিবাদই শান্তির পথ' –খাজাবাবা কুতুববাগী।

> *যে মূল্যবান সময় আমাদের জীবন থেকে দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, সেই মূল্যবান সময়কে অর্থবহ করার জন্য প্রত্যেকের উচিত নিজেকে চেনা বা আত্মাকে জানার চেষ্টা করা। আত্মাকে জানার জন্য সাধনা করতে হয়। সক্রেটিসের মতো বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক, পন্ডিতও অমর সেই সত্যই উচ্চারিত করেছেন. Know the self অর্থাৎ নিজেকে জানো।*

অর্থাৎ সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। যে মূল্যবান সময় আমাদের জীবন থেকে দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, সেই মূল্যবান সময়কে অর্থবহ করার জন্য প্রত্যেকের উচিত নিজেকে চেনা বা আত্মাকে জানার চেষ্টা করা। আত্মাকে জানার জন্য সাধনা করতে হয়। সক্রেটিসের মতো বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক-পণ্ডিৎতও অমর সেই সত্যই উচ্চারণ করেছেন– Know the self অর্থাৎ নিজেকে জানো।

তাই আমি বলব– এখনও সময় আছে, খাঁটি মুসলাম হোন। আর এই খাঁটি মুসলমান হতে গেলে কুতুববাগ দরবার শরীফে এসে খাজাবাবার তরিকা গ্রহণ করুন। কারণ সুফিবাদই একমাত্র নিষ্ঠার শিক্ষা দেয়, আদবের শিক্ষা দেয়, সুফিবাদে এলে মানুষ হিংসা-বিভেদ ভুলে যায়, তারা ভাবুক ও প্রেমী হয়, তারা আল্লাহমুখী হয়, অন্যের দোষ তালাশ করার আগে নিজের দোষ তালাশ করে, মা-বাবার খেদমত করে, ওস্তাদ-গুরুজনকে ভক্তি-তাজিম করে, তারা নামাজী হয়, রোজাদার হয়, মানবসেবা করে, ভূখা (অনাহারী) মানুষকে খানা খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে, নিজের আত্মা শুদ্ধ করার চেষ্টা করে, শুদ্ধ মানুষ হওয়ার অঙ্গীকার করে। আমি খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজানের কাছে না এলে এর কিছুই জানতাম না। তাই আমি সকল নারী পুরুষকে এই সুফিবাদের সুশীতল ছায়াতলে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আর আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজের আত্মাকে *৩-এর পাতায় দেখুন*

আমার আত্মার দৃষ্টিতে বাবাজান

এ্যাড. মীর্জা মাহবুব সুলতান বেগ (বাচ্চু)

আমি আমার অন্তর আত্মা দিয়ে গভীরভাবে বাবাজানকে দেখতে গিয়ে যা পেয়েছি তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। প্রথমত. বাবাজান অপরের কল্যাণ সাধনের এক অন্যতম পথ প্রদর্শক। বাবা হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকারমুক্ত একজন পরিপূর্ণ মানবদরদী, ইসলামদরদী মহাপুরুষ হিসেবে সম্পূর্ণভাবে এক অন্যতম মাইলফলক। বাবা হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে আমার অন্তর-আত্মা দুনিয়াবি চিন্তায় এক অন্ধকার প্রলেপে ঢাকা ছিল। বুকের গভীরতম স্থান থেকে দুনিয়াবি শব্দ বের হতো সবসময়। বাবাজানের সান্নিধ্যে এসে সেই আত্মা এখন পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকে। ক্বলবে দ্বীন-ইসলামের জিকির উচ্চারিত হয়। আল্লাহ-নবী-রাসুল-পীর-আউলিয়া-মাওলানা-মাশায়েখদের কথা ভাবতে ইচ্ছে হয়। আমার অন্ধকারময় আত্মা আলোর পথ দেখতে শুরু করেছে। সবই বাবাজানের সুদৃষ্টি এবং অকৃপণ স্নেহের কারণে। আমার আরও গভীর উপলব্ধি থেকে বলছি, বাবাজান গ্লানিযুক্ত, পথভ্রষ্ট, অসহায় মানুষদের 'সুফিবাদই শান্তির পথ'– এই বাণী দিয়ে সত্য পথে আসার এবং সত্য পথে চলার সৎ পরামর্শ দিয়ে অন্ধকার পথ থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার অপরিসীম চেষ্টার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করেছেন। বাবাজানের মুখের দিকে তাকালে পাপে ভরা আত্মাও আলোকিত হয়ে ওঠে। যাঁকে দেখলে দিল থেকে আল্লাহ-রাসুলের জিকির উচ্চারিত হয়। তাঁর দর্শন 'সু-ফিবাদই শান্তির পথ' অনুশরণ করে আল্লাহর সঠিক পথের দেখা পাব বিশ্বাস করি। সে কী মুগ্ধ, অতিমাত্রায় মুগ্ধ করার মতো বিষয়। সেটি হলো বাবাজানের দরবারে যাঁরাই আসেন বাবার নিকট সবাই সমান। এই দুনিয়াবি জগতে সকলকে এক সঙ্গে সমানভাবে দেখার জন্য যে মহান আত্মার দরকার হয়, তা বাবাজানের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান। তাই আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি বাবাজানের সম্পর্কে এবং দরবারে উপস্থিতির সুন্দর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই। সত্য-সুন্দর আলোকিত মানুষ গড়তে, আল্লাহতায়ালা সঠিক পথ চিহ্নিত করতে নবী-রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে, দেশ জাতি এবং বিনম্র সমাজ গঠনে 'সুফিবাদই শান্তির পথ'-এর প্রর্বক্তা আমার খাজাবাবা কুতুববাগী। অসংখ্য জাকেরের হৃদয়ের ধন, চোখের মণি, বাবাজানের নিকট আসুন, কুতুববাগ দরবার শরীফে আসুন। নতুন জীবন লাভ করুন।

মানুষের কোনো মৃত্যু নেই

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন

আমার মহান মুর্শিদের কণ্ঠে যেদিন শুনেছিলাম পবিত্র কোরআনের বাণী– 'কুল্লু নাফছিন জাইকাতুল মাউত' অর্থাৎ– প্রতিটি নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তখন এর অর্থ বা মানে বুঝিনি। মানুষতো আল্লাহর আদেশে এই পৃথিবী থেকে চলে যায়, মানুষের মৃত্যু হয় না। যদি মৃত্যু না-ই হয় তাহলে আমরা তাদের দেখতে পাই না কেন? প্রায় দুবছর আগে আমার জন্মদাতা পিতার ইন্তেকাল হয়। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি আমাকে বার বার বলেছিলেন আমার পীর মাওলানা হযরত কুতুববাগী ক্বেবলাজানের কথা খুব মনে পড়ছে তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করছে। এই কথা বলে তাঁকে হাউমাউ করে কাঁদতে দেখেছি। আমার চোখেও পানির বাঁধ মানেনি। মৃত্যুর সময় আমি আমার জন্মদাতা পিতার পাশে বসা ছিলাম এবং লক্ষ্য করে দেখলাম যে, তিনি পরম তৃপ্তি নিয়ে আল্লাহ নামের জিকির করতে করতে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। তখন আমার পিতার নফসের মৃত্যু হয়েছিল। আসলেই তাই পিতার মৃত্যুর অনেক দিন পর আমি গুনাহগার নিজ মুর্শিদের উছিলা নিয়ে স্বপ্নযোগে আমার পিতাকে দেখার আকুতি জানালাম। আল্লাহ আমার আকুতি কবুল করেছেন। একদিন সকালে আমার ঘুম ভেঙে গেল কিন্তু আমি বিছানায় শুয়েছিলাম তখন হঠাৎ দেখি সশরীরে আমার পিতা আমার কাছে হাজির হলেন এবং আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম– আব্বা আপনি কবর থেকে এখানে এলেন কীভাবে? ওখানে কি আপনার কষ্ট হচ্ছে? উত্তরে তিনি হেসে বললেন, না। কোনো কষ্ট হচ্ছে না।' আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পরে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আমি আমার দরদী মুর্শিদের কাছে খুলে বললাম। আমার কথা শুনে বাবাজান শুধু মুচকি হাসলেন। বাবাজানের হাসিমুখ দেখে আমার বুঝতে আর বাকি রইল না। আসলে কামেল পীরের খেলা বোঝা সত্যি কঠিন। আমি আমার নিজের পিতাকে সশরীরে হাজির দেখে, বাবাজানের কাছে শোনা কোরআন শরীফের সেই অমীয় বাণীর (সকল নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।) প্রতি ইমান আরও মজবুতভাবে স্থাপিত হলো। কামেল পীরের সাহচার্যে এলে কোরআনের অমীয় বাণীর প্রতি ইমান স্থাপিত হয়। তাইতো সুরা তওবার নং ১১৯ আয়াতে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, অ-কুন্-মা আছ সোয়াদেক্বীন।' অর্থাৎ– তোমরা সাদিকের (সত্যবাদী) সঙ্গী হও।

সকল তাফসীরে 'হাক্কানী সোয়াদিক্বীন' দ্বারা পীর-মাশায়েখগণকে উদ্দেশ করা হয়েছে। তাই পীর বা অলি-আল্লাহগণের সান্নিধ্য লাভ করার কথা আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকেই বলেছেন– যাঁদের সঙ্গলাভ করলে কোরআনের অর্থ পরিষ্কার হয় এবং খুব সহজেই বোঝা যায়। সত্য কথা সহজে বুঝতে পারলে মানুষের ইমানও শক্ত হয় এবং ইমানের সঙ্গে নফসের মৃত্যু হয়। যার প্রতিফলন আমি আমার পিতার ইন্তেকালের সময় দেখেছি। আমার পিতার ইন্তেকালের দুদিন পূর্বেই বাবাজান আমার পিতাকে সবসময় জিকিরের হালে থাকতে বলেছিলেন এবং আমার পিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আল্লাহ নামের জিকিরের সঙ্গে করে। যে দৃশ্য আমি তাঁর কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের আদিপিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যত মানুষ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, তাদের সকলেরই নফসের মৃত্যু হয়েছে এবং হবে; কিন্তু আমাদের এই দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এতই প্রবল যে, *৩-এর পাতায় দেখুন*

প্রকাশক : ----------, সম্পাদক : ----------কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদীয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : ০১৫৫৬৪১১৮৪১, ০১৭২৩৪৮২২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)